৫৫

দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

সংসদে শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষকদের ধর্মঘট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার ধর্মঘটী শিক্ষকদের প্রতি ধর্মঘট প্রত্যাহার করে শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করার আহবান জানিয়েছেন। রোববার জাতীয় সংসদে শিক্ষক ধর্মঘট পরিস্থিতি সম্পর্কে এক বিবৃতিতে তিনি এই আহবানজানান।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের এ ধর্মঘটকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, শিক্ষকদের দাবি–দাওয়ার সঙ্গে এই ধর্মঘটের কোন সম্পর্ক নেই। গতকাল সংসদে ধর্মঘট পরিস্থিতি আলোচনায় অংশ নিয়ে টিএন্ডটি মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম ছাত্রদের জিম্মি না রেখে এবং কোন রাজনৈতিক বেড়াজালে আবদ্ধ না হয়ে জাতির বিবেক হিসাবে ছাত্র ও অভিভাবকদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে শিক্ষকদের উদাত্ত আহবান জানান।

মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম ধর্মঘটী শিক্ষকদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, তাদের দাবি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনার দরজা সব সময় খোলা রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও খোলা থাকবে।

গতকাল সংসদে সরকারী দলের সদস্য আবদুল আলী মৃধা

(৮–এর পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষকদের ধর্মঘট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক ধর্মঘট পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার এ সম্পর্কে সংসদে একটি বিবৃতি দেন। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের পর টিএন্ডটি মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম শিক্ষক ধর্মঘট নিরসনের লক্ষ্যে তার প্রচেষ্টা এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার আলোচনার বিষয় উল্লেখ করেন।

বেসরকারী শিক্ষকদেরকে সরকার থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও রাজপথে তাদের অবস্থান ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রীদ্বয় বলেন, তাদের মনোভাব শিক্ষকের মনোভাব নয়। তাদেরধর্মঘটরাজনৈতিকউদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘটরত শিক্ষকদের সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টির নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন প্রমুখ বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা দেয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষকদের এই ধর্মঘট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই ধর্মঘটের পেছনে রাজনৈতিক হাত কাজ করছে।

টিএন্ডটি মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম বলেন, স্বৈরাচারী এরশাদ শিক্ষক সমিতির চেয়ারম্যান থাকাকালে শিক্ষকদের কল্যাণ তহবিলে এক কোটি টাকা দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে এক পয়সাও দেননি। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষকদের কল্যাণ তহবিলে ২৫ কোটি টাকা দিয়েছেন, যাতে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর কোন শিক্ষককে খালি হাতে ঘরে ফিরে না যেতে হয়। তিনি বলেন, শিক্ষক সমিতির নেতা কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের একজন সদস্য এবং গত '৯১–এর নির্বাচনের সময় তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের ছায়ামন্ত্রিসভার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী।

শিক্ষা সমিতির অন্যতম নেতা কাজী ফারুক জাতীয় পার্টির নেতা কাজী জাফরের ভাই। কামরুজ্জামান ও হেনা দাসসহ সমিতির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে তার বৈঠক এবং বৈঠক শেষে গভীর রাতে শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে মন্ত্রীদের গাড়িতে করে বাসায় পৌঁছে দেয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, কামরুজ্জামানদের সঙ্গে তার আলোচনার পর গত শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের সৌজন্য সাক্ষাৎকারের কথা ছিল। কিন্তু এক অজ্ঞাত কারণে রাত ১১টায় কামরুজ্জামান (মন্ত্রী তরিকুল ইসলামকে) জানান যে, তারা তাদের ধর্মঘট কর্মসূচী অব্যাহত রাখবেন। এরপর রোববার ধর্মঘটী শিক্ষকদের সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টির নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেননের বক্তৃতাদানের ঘটনায় তিনি বিস্মিত হননি।

তিনি ধর্মঘটী শিক্ষকদের রাজনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ও জাতির বিবেক হিসাবে ছাত্র ও অভিভাবকদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে আহবান জানান।